দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

04 FEB 1989 পৃষ্ঠা ...

৩৭ 154

নির্বাচনী টুকিটাকি

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

আগামীকাল বৃহস্পতিবার ভোরে ডাকসু ও ১৩টি হল সংসদের নির্বাচনী ফল প্রকাশ করা হবে। কলাভবনের সামনে পাঁচটি মাইক যোগে প্রকাশ্যে এই ফল ঘোষণা করা হবে।

গতকাল ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাকসু ও হল সংসদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত কমিশন এ কথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান চীফ নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

আজ ডাকসু ও ১৩টি হল সংসদ নির্বাচন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হল সংসদ নির্বাচন। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে।

ডাকসুতে ভিপি ও জিএসসহ মোট ২০টি পদের জন্যে ১৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ১৩টি হল সংসদে মোট ১৫৬টি পদে প্রার্থীর সংখ্যা আট শতাধিক। এবার ডাকসুর পদগুলোর মধ্যে ভিপি পদে ১২ এবং জিএস পদে ১৪ জন ভোটযুদ্ধে নেমেছেন। নয়টি সদস্য পদে প্রার্থীর সংখ্যা ৫৬।

ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার প্রায় ২৬ হাজার। একজন ভোটারকে ডাকসুতে ২০টি এবং হল সংসদের জন্যে ১২টি মোট ৩২টি ভোট দিতে হবে। উভয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ একই সঙ্গে প্রতিটি হলে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল আটটায় শুরু হয়ে একটানা বেলা দুটা পর্যন্ত ভোটদান পর্ব চলবে। তবে নির্ধারিত সময়ের পর যেসব ভোটার ভোট কেন্দ্রের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

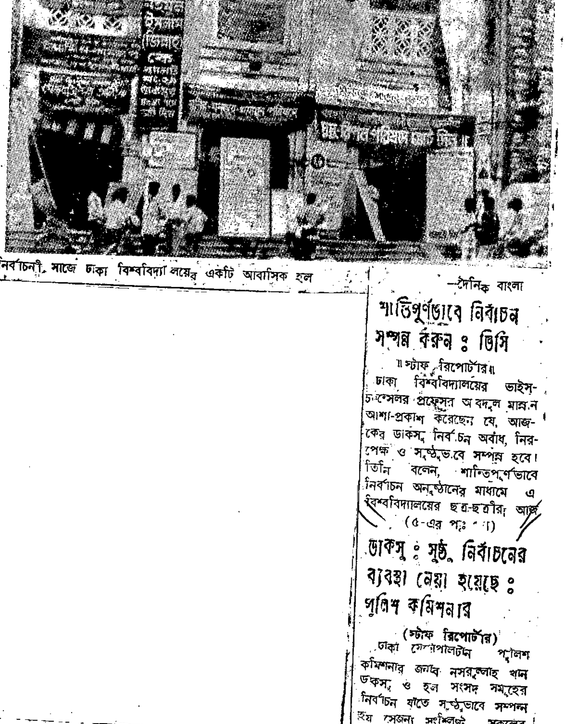

নির্বাচনী সাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হল

—দৈনিক বাংলা

শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করুন ঃ ভিসি

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান আশা-প্রকাশ করেছেন যে, আজকের ডাকসু নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আজ

(৫-এর পৃঃ [illegible])

ডাকসু ঃ সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ঃ পুলিশ কমিশনার

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার জনাব নসরুল্লাহ খান ডাকসু ও হল সংসদ সমূহের নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

তিনি বলেন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

১৩টি হল সংসদ নির্বাচন

(১ম পৃঃ পর)

ভেতর থাকবেন তাদের ভোট নেয়া হবে।

আজ বিকাল চারটা থেকে কলাভবনে ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু হবে। সারারাত ধরে গণনা শেষে আগামীকাল ভোরে নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হবে।

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে আজ ও আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।

নির্বাচন হাঙ্গামামুক্ত রাখার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসের কয়েকটি বিশেষ পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যা থেকেই ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। রিকশা এবং জরুরী কাজে নিয়োজিত ছাড়া অন্যান্য যান চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভোট গ্রহণ শেষে ব্যালট বাক্সগুলো হল থেকে পুলিশ প্রহরায় কলাভবনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ভোট গণনাকালে ভবনের চারদিকে পুলিশ মোতায়েন থাকবে।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে দশটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। প্যানেলের বাইরেও প্রায় ৪০ জন প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে নেমেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলগুলো হচ্ছেঃ সুলতান-মুশতাক পরিষদ (কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মনোনীত), দুদু-রিপন পরিষদ (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনোনীত), শামসু-আমিন পরিষদ (ইসলামী ছাত্র শিবির), মুখলেস-আজম পরিষদ (জাতীয় ছাত্রদল ও ছাত্র বিপ্লবী মঞ্চের জোট), ফয়জুল-ফারুক পরিষদ (ছাত্র ফেডারেশন), কামাল-বাশার পরিষদ (ওবায়েদপন্থী ছাত্রদল), আজম-রেজা পরিষদ (ছাত্রলীগ, ব-আ), ওবায়েদ-মইনুল পরিষদ (ইসলামী ছাত্র আন্দোলন), আবুল কাশেম পরিষদ (বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন) এবং শাহজাহান-মোশাররফ পরিষদ (জাতীয় ছাত্র ফ্রন্ট)।

ছাত্র জোট এবং সংগঠনগুলোর মধ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরই ডাকসু ও হল সংসদের সকল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

হল সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক প্রার্থী সূর্যসেন হল—১০১ জন। সবচেয়ে কম প্রার্থী ৪৮ জন,—এফ রহমান হলে। ছাত্রীদের দুটি হলে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ৫৮ করে। রোকেয়া হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল থেকে তিন বোন তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ডাকসুর ইতিহাসে এবার ভোটার সংখ্যা সর্বাধিক। ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত ভোটার সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার ২২৫ জন। এর পর আরও প্রায় দু হাজার ভোটার বেড়েছে বলে নির্বাচন কমিশন জানায়। ১৯৮২ সালে ডাকসু নির্বাচনে ভোটারের তুলনায় এবার ভোটার সংখ্যা প্রায় নয় হাজার বেশি। গত নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৩ শ'। এ বছর সবচেয়ে বেশি ভোটার রোকেয়া হলে, ৪ হাজার ৫৬০ জন। এরপরই ভোটার বেশি শামসুন্নাহার হলে। এ হলে ভোটার ৩ হাজার ৫৬ জন। সবচেয়ে কম ভোটার এফ রহমান হলে—৭০২ জন।

এদিকে আচরণবিধি অনুযায়ী গতকাল সকাল থেকে নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ রয়েছে। তবে প্রার্থীদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে, আবার অনেকে দল বেঁধে গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের কাছে গেছেন।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর এটি ষষ্ঠ ডাকসু নির্বাচন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর প্রথম ডাকসু নির্বাচন হয় ১৯৭২ সালে। ৭৩ সালে নির্বাচন হলেও ভোটের বাক্স ছিনতাই হওয়ায় নির্বাচনের ফল স্থগিত রাখা হয়। এরপর নির্বাচন হয় ১৯৮০ ও ৮১ সালে। শেষ বার ডাকসু নির্বাচন ৮২ সালের ২৩শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ কমিশনার

(প্রথম পৃঃ পর)

পুলিশ কমিশনার গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের চীফ রিটানিং অফিসার অধ্যাপক আহসানুল হকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি হলের প্রভোস্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করেন। এ সময় ডিএমপির অন্যান্য কর্মকর্তারাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকটি হলও ঘুরে ঘুরে দেখেন।

জনাব নসরুল্লাহ খান আশ্বাস দিয়ে বলেন কোন অবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোলযোগ হতে দেয়া হবে না, তিনি বলেন, ১৩টি হল—এ পুলিশ পাহারা দেবে, টহল পুলিশের ৬টি দল ভার্সিটি এলাকায় ডিউটি দেবে।

ভিসি

(১-এর পৃঃ পর)

গণতন্ত্রের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে।

ডাকসু নির্বাচনের প্রাক্কালে গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রফেসর মান্নান বলেন, দীর্ঘ সাত বছর পর পুনরায় ডাকসু ও হল সংসদ সমূহের নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক আশংকা ও উদ্বেগের অবসান হবে।

প্রফেসর মান্নান ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে বলেন, নির্বাচনে জয়-পরাজয় আছেই। জয়-পরাজয় মেনে নেয়ার মানসিকতা থাকবে হবে। কেননা গণতন্ত্রের পরীক্ষা এটাই।

ভাইস-চ্যান্সেলর নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে সকল মহলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি নির্বাচন চলাকালে ভোটকেন্দ্র এলাকায় অহেতুক ভিড় না করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহবান জানান।

নির্বাচনী টুকিটাকি

(১-এর পৃঃ পর)

আহসানুল হক, কলা অনুষদের ডীন প্রফেসার আবদুল মোমিন চৌধুরী ও প্রক্টর ডক্টর আবদুল মান্নান চৌধুরী।

নির্বাচন কমিশনের দেয়া তথ্য নিম্নরূপ ঃ

০ সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে দুটা পর্যন্ত চলবে।

০ বিকাল তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে ব্যালট বাক্সগুলো কড়া পুলিশ প্রহরায় গণনা কেন্দ্র কলাভবনে নিয়ে যাওয়া হবে।

০ কলাভবনের তিন তলায় ১৩টি ক্লাসরুমে ১৩টি হলের ভোট গণনা করা হবে।

০ কলাভবনের চার তলায় পাঁচটি পরীক্ষা হলে ডাকসুর ভোট গণনা হবে।

০ ভোট গণনায় দু হাজার কর্মী নিয়োজিত থাকবেন। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রার্থীর প্রায় ৬শ' এজেন্ট থাকবেন।

০ কলাভবনে ভোট গণনার জন্যে ১৫০টি কাউন্টিং টেবিল স্থাপন করা হয়েছে।

০ ভোট গণনার সময় কলাভবন এলাকায় কেউ ঢুকতে পারবেন না। গণনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের জন্য বিশেষ পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা রয়েছে।

০ গতকাল দুটার পর থেকে কলাভবনে ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

০ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় মসজিদ, রোকেয়া হল, ভিসির বাড়ি থেকে শুরু করে পুরো কলাভবন এলাকা 'ডাবল প্রটেকটিং' এলাকা হিসাবে পরিগণিত।

০ ভোট গণনা আজ বিকাল থেকে সারারাতব্যাপী চলবে।

০ রাতে কলাভবন এলাকায় ফ্লাড লাইট জ্বলবে, যাতে কেউ এই এলাকায় প্রবেশমাত্র দেখা যায়।

০ ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের দায়িত্বে বিভিন্ন পয়েন্টে প্রায় তিন হাজার পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের [illegible] কাজ করবেন।

০ মেয়েদের হলে মহিলা পুলিশ থাকবে। তবে পুরুষ পুলিশেরও ব্যবস্থা থাকবে।

০ প্রত্যেক পোলিং বুথে পাঁচজন করে পুলিশ থাকবে। তবে প্রভোস্ট প্রয়োজনে আরও পুলিশ ডাকতে পারবেন।

০ শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আনার জন্য ১৬টি বাস এক ঘন্টা-দেড় ঘন্টা পর পর আসা-যাওয়া করবে।